amberIT News Letter

September 2026 ● Vol 01 ● Issue 09 P-1

হাইপারটানেল

বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিযোগাযোগ, মেট্রোরেল, ডেটা ক্যাবল এবং অপটিক্যাল ফাইবার- সবকিছুর জন্যই মাটির নিচে নতুন পথ তৈরি করতে হচ্ছে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ২

মাই আম্বার আইটি অ্যাপ

মাই আম্বার আইটি অ্যাপে ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা, বিল পরিশোধ, প্যাকেজ পরিবর্তন, নতুন আবেদন কিংবা সন্তানের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ- সব করা যাবে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৩

জীবনের অদৃশ্য অবকাঠামো ইন্টারনেট

আম্বার আইটি লিমিটেড আধুনিক নেটওয়ার্ক অবকাঠামো ও গ্রাহককেন্দ্রিক সেবার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দিতে কাজ করছে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৪

এয়ারটেল এখন সার্কেল

দেশের তরুণদের কাছে জনপ্রিয় মোবাইল অপারেটর ব্র্যান্ড এয়ারটেল নতুন পরিচয়ে যাত্রা শুরু করছে। এখন এয়ারটেলের নাম 'সার্কেল'। গত ১৭ আগস্ট রাজধানীর একটি পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানিয়েছে দেশের মোবাইল অপারেটর রবি।

প্রতিষ্ঠানটির ভাষ্য, এটি শুধু ব্র্যান্ড পরিচয়ের পরিবর্তন, গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক বা সেবায় কোনো পরিবর্তন আসছে না। বর্তমান এয়ারটেল গ্রাহকেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সার্কেলের গ্রাহকে পরিণত হবেন। তাদের ব্যবহৃত ০১৬ নম্বর, বিদ্যমান প্যাকেজ, সেবা ও ব্যালেন্স আগের মতোই থাকবে।

রবি জানিয়েছে, মোবাইল আর্থিক সেবার (এমএফএস) হিসাব, ওয়ালেট, লেনদেন এবং গ্রাহকসংক্রান্ত তথ্যও অপরিবর্তিত থাকবে। এসব সেবা নিরাপদ ও সম্পূর্ণ সচল থাকবে বলে আশ্বস্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

গত ১৬ বছরে এয়ারটেল দেশের তরুণদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেছে। সেই উত্তরাধিকারকে সামনে রেখেই নতুন ব্র্যান্ড সার্কেল গড়ে তোলা হয়েছে। তরুণদের জন্য আরও সাশ্রয়ী, আধুনিক এবং ডিজিটাল সেবা দেওয়ার পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক নতুন প্রযুক্তিনির্ভর সেবাও চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। সার্কেলের ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতি হচ্ছে 'রিয়েল কানেকশন, অলওয়েজ অন'। এর মাধ্যমে তরুণদের নির্ভরযোগ্য সংযোগ এবং সমৃদ্ধ ডিজিটাল অভিজ্ঞতা দেওয়ার কথা বলছে প্রতিষ্ঠানটি। বিনোদন, গেমিং, কনটেন্ট নির্মাণ এবং অনলাইন কমিউনিটিকেন্দ্রিক বিভিন্ন সেবা ও অভিজ্ঞতা এই ব্র্যান্ডের মূল ফোকাস হবে।

জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংবর্ধনা আয়োজনে প্রথম আলোর সঙ্গে আম্বার আইটির চুক্তি

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের অংশ হিসেবে ইন্টারনেট সেবা সহযোগিতায় প্রথম আলোর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে আম্বার আইটি লিমিটেড। গত ১৬ আগস্ট রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আম্বার আইটি। এর ফলে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বিনা মূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন । বিশেষ করে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অনলাইন কার্যক্রম ও কুইজে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে দেশের সব জেলার ভেন্যুগুলোকে ওয়াই-ফাই জোনে রূপান্তরে

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন (বাঁ দিক থেকে) আম্বার আইটি লিমিটেডের হেড অব মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস হিটলার এ. হালিম, উপ-মহাব্যবস্থাপক মৃণাল কান্তি মণ্ডল, প্রথম আলোর মহাব্যবস্থাপক ও হেড অব মার্কেটিং মো. আজওয়াজ খান ও ইভেন্ট বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আল মামুন।

প্রথম আলো কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ চুক্তি সই হয়।

চুক্তিতে আম্বার আইটির পক্ষে স্বাক্ষর করেন উপ-মহাব্যবস্থাপক মৃণাল কান্তি মণ্ডল এবং প্রথম আলোর পক্ষে মহাব্যবস্থাপক ও হেড অব মার্কেটিং মো. আজওয়াজ খান। চুক্তি অনুযায়ী, 'স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো' স্লোগানে আয়োজিত 'শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা ২০২৬'-এর ৬৪ জেলার অনুষ্ঠানস্থলগুলোতে ওয়াই-ফাই সুবিধা নিশ্চিত করবে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে প্রতিষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানে আম্বার আইটির হেড অব মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস হিটলার এ. হালিম এবং প্রথম আলোর ইভেন্ট বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানান, ২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা কার্যক্রম শিগগিরই দেশের ৬৪ জেলায় শুরু হবে। এছাড়া নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে বিভিন্ন উপহার।

amberIT
News Letter
September 2026 ● Vol 01 ● Issue 09 P-2

হাইপারটানেল ও ভবিষ্যতের ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো

প্রযুক্তির ইতিহাসে এমন কিছু উদ্ভাবন আসে, যা প্রথমে কল্পবিজ্ঞানের গল্প বলে মনে হলেও ধীরে ধীরে বাস্তবতার অংশ হয়ে ওঠে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), স্বয়ংক্রিয় রোবট এবং ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ প্রযুক্তির সময়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হাইপারটানেল যে ধারণা নিয়ে কাজ করছে, তা ঠিক তেমনই একটি উদ্ভাবন। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হলো ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ নির্মাণের প্রচলিত ধারণাকে বদলে দেওয়া এবং অবকাঠামো নির্মাণকে আরও দ্রুত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী করা।

বিশ্বজুড়ে নগরায়ণ দ্রুত বাড়ছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ৬৮ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করবে। এই বাড়তি জনসংখ্যার চাপ সামাল দিতে নগর পরিকল্পনাবিদ ও প্রকৌশলীরা ক্রমেই ভূগর্ভস্থ অবকাঠামোর দিকে ঝুঁকছেন। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিযোগাযোগ, মেট্রোরেল, ডেটা ক্যাবল এবং অপটিক্যাল ফাইবার- সবকিছুর জন্যই মাটির নিচে নতুন পথ তৈরি করতে হচ্ছে। কিন্তু প্রচলিত সুড়ঙ্গ নির্মাণ পদ্ধতি ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ। এই বাস্তবতায় হাইপারটানেলের প্রযুক্তি নতুন সম্ভাবনার কথা বলছে। প্রতিষ্ঠানটির মূল ধারণা হলো, একটি বিশাল টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) ব্যবহার না করে অসংখ্য ছোট স্বয়ংক্রিয় রোবটকে একসঙ্গে কাজে লাগানো। এ ধরনের ব্যবস্থাকে বলা হয় স্বার্ম রোবট প্রযুক্তি। প্রকৃতিতে পিঁপড়া বা মৌমাছির দল যেভাবে সমন্বিতভাবে কাজ করে, রোবটগুলোও ঠিক সেভাবেই ভূগর্ভে কাজ করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাদের কাজের সমন্বয় করবে, মাটির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী খনন, মাটি স্থিতিশীলকরণ কিংবা কাঠামো নির্মাণের নির্দেশনা দেবে।

শুধু খনন নয়, হাইপারটানেলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভূগর্ভস্থ ত্রিমাত্রিক চিত্রায়ন বা থ্রিডি ম্যাপিং। মাটির নিচে কোথায় কী ধরনের মাটি, কোথায় বিদ্যমান পাইপলাইন বা ক্যাবল রয়েছে, কোথায় ঝুঁকি আছে—এসব তথ্য আগে থেকেই বিশ্লেষণ করে কাজ পরিচালনা করা সম্ভব। ফলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় এবং প্রকল্পের গতি বাড়ে।

বিশ্বব্যাংক, ম্যাককিনজি এবং বিভিন্ন অবকাঠামো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে দেখা যায়, বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের অন্যতম বড় সমস্যা হলো সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি। অনেক প্রকল্প নির্ধারিত বাজেটের তুলনায় ২০ থেকে ৫০ শতাংশ বেশি ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। সুড়ঙ্গ নির্মাণের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। ফলে নির্মাণ খাতে এমন প্রযুক্তির চাহিদা বাড়ছে, যা একই কাজ কম সময় ও কম খরচে সম্পন্ন করতে পারে।

হাইপারটানেল দাবি করছে, তাদের প্রযুক্তি ভবিষ্যতে সুড়ঙ্গ নির্মাণ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে। যদিও এই প্রযুক্তি এখনও ব্যাপক বাণিজ্যিক প্রয়োগের পর্যায়ে পৌঁছায়নি, তবু শিল্পখাতের অনেক বিশেষজ্ঞ এটিকে অবকাঠামো নির্মাণে সম্ভাব্য 'ডিসরাপটিভ ইনোভেশন' হিসেবে দেখছেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়, রাস্তা খুঁড়ে ফাইবার অপটিক ক্যাবল বসানো হচ্ছে, আবার কিছুদিন পর অন্য কোনো সংস্থা একই রাস্তা নতুন করে খনন করছে। এতে যানজটও বাড়ে, যানজট সৃষ্টি হয় এবং অবকাঠামো উন্নয়নের খরচও বৃদ্ধি পায়। যদি ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় ও কম আক্রমণাত্মক ভূগর্ভস্থ নির্মাণ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়, তাহলে এই সমস্যার অনেকটাই কমানো সম্ভব হতে পারে।

বিশেষ করে দেশের ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর (আইএসপি) জন্য এ ধরনের প্রযুক্তি নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে। বর্তমানে ফাইবার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি হলো খননকাজ, অনুমোদন এবং অবকাঠামোগত জটিলতা। দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরি করা গেলে নতুন এলাকায় ব্রডব্যান্ড সংযোগ সম্প্রসারণ সহজ হবে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ফাইবার নেটওয়ার্ক দ্রুত মেরামত করাও সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনের যে লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে, সেখানে শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডেটা সেন্টার, ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক, স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেম এবং আইওটি-ভিত্তিক সেবাগুলোর জন্য আরও বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য ভূগর্ভস্থ যোগাযোগ অবকাঠামো প্রয়োজন হবে। ফলে হাইপারটানেলের মতো প্রযুক্তি হয়তো সরাসরি আজকের বাস্তবতায় ব্যবহৃত হচ্ছে না, কিন্তু ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় এর গুরুত্ব অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে প্রযুক্তি নিয়ে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি বাস্তবতাও বিবেচনায় রাখতে হবে। ভূগর্ভস্থ পরিবেশ অত্যন্ত জটিল। বিভিন্ন ধরনের মাটি, ভূগর্ভস্থ পানি, পুরোনো অবকাঠামো এবং নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সহজ নয়। তাই হাইপারটানেলের মতো প্রযুক্তির সাফল্য নির্ভর করবে বাস্তব প্রকল্পে এর কার্যকারিতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার ওপর।

তবুও একটি বিষয় স্পষ্ট- অবকাঠামো নির্মাণের ভবিষ্যৎ আর শুধুমাত্র কংক্রিট, ইস্পাত ও ভারী যন্ত্রপাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সেখানে ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা বিশ্লেষণ, রোবোটিকস এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা।

একসময় যেমন শিল্প বিপ্লব কারখানার চেহারা বদলে দিয়েছিল, তেমনি আগামী দশকে এআই-চালিত রোবট হয়তো ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো নির্মাণের ধরনই বদলে দেবে। হাইপারটানেল সেই সম্ভাবনার একটি প্রতীক। এটি শুধু একটি প্রযুক্তি কোম্পানির গল্প নয়; বরং এমন এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, যেখানে রোবটেরা মাটির নিচে কাজ করবে আর মানুষ পাবে আরও উন্নত, নিরাপদ ও টেকসই নগর অবকাঠামো।

● সাদিয়া সিদ্দিকা বিনতে রশীদ

amberIT
News Letter
September 2026 ● Vol 01 ● Issue 09 P-3

মাই আম্বার আইটি অ্যাপ- ইন্টারনেট ব্যবহারের সব সমাধান এক প্ল্যাটফর্মে

মাই আম্বার আইটি অ্যাপ- ইন্টারনেট ব্যবহারের সব সমাধান এক প্ল্যাটফর্মে। ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা জানানো থেকে শুরু করে বিল পরিশোধ, প্যাকেজ পরিবর্তন, নতুন সংযোগের আবেদন কিংবা সন্তানের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ—সবকিছু এক জায়গা থেকে করার সুবিধা নিয়ে চালু হয়েছে 'মাই আম্বার আইটি' অ্যাপ। আম্বার আইটি লিমিটেডের গ্রাহকদের জন্য তৈরি এই অ্যাপে ইন্টারনেটসেবার পাশাপাশি যুক্ত করা হয়েছে তথ্য, বিনোদন, প্রযুক্তি ও বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা।

আম্বার আইটির গ্রাহকেরা অ্যাপের মাধ্যমে যেকোনও সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে এবং অভিযোগের বিপরীতে টিকিট তৈরি করতে পারবেন। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্টারনেট প্যাকেজ আপগ্রেড বা ডাউনগ্রেড করার সুবিধাও রয়েছে। অ্যাপ থেকেই মাসিক ইন্টারনেট বিল পরিশোধ করা যাবে।

অ্যাপটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুবিধা হলো 'প্যারেন্টাল কন্ট্রোল'। এর মাধ্যমে অভিভাবকেরা সন্তানদের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাপ থেকেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ চালু বা বন্ধ করা যাবে। ফলে শিশু-কিশোরদের ইন্টারনেট ব্যবহারে অভিভাবকেরা আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন।

মাই আম্বার আইটি অ্যাপে রাখা হয়েছে 'ইনফোটেইনমেন্ট' বিভাগও। সেখানে বিভিন্ন সংবাদ ও বিনোদনমূলক কনটেন্টের পাশাপাশি রয়েছে নিউজ বাংলাদেশ, প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইনফোটেকইনসাইট ডটকম, এফএম রেডিও—ঢাকা এফএম ও রেডিও আম্বার এবং আম্বার আইটির নিউজলেটার। ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারের পাশাপাশি তথ্য ও বিনোদনের বিভিন্ন উৎসেও অ্যাপ থেকেই প্রবেশ করা যাবে।

নতুন গ্রাহকদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সুবিধা। অ্যাপ ব্যবহার করে নতুন ইন্টারনেট সংযোগের জন্য আবেদন করা যাবে। পরিচিত কাউকে আম্বার আইটির ইন্টারনেটসেবা ব্যবহারের জন্য রেফার করার সুযোগও রয়েছে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে আম্বার আইটির তৈরি করা ফ্রি ওয়াই-ফাই জোনগুলোর অবস্থান অ্যাপের মাধ্যমে জানা যাবে।

রিটেইল গ্রাহকেরা অ্যাপের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের নিজেদের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন। পাশাপাশি আম্বার আইটির বিভিন্ন প্যাকেজের সর্বশেষ অফার ও সুবিধার তথ্যও পাওয়া যাবে এখানে।

ইন্টারনেটসেবার বাইরেও ডিজিটাল বিভিন্ন পণ্য ও সেবা যুক্ত করা হয়েছে অ্যাপটিতে। আইপি ফোন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাপ ডাউনলোডের সুবিধা রয়েছে। পাশাপাশি আম্বার আইটির মাধ্যমে আইওটি ক্যামেরা কেনার সুযোগও রাখা হয়েছে। এই অ্যাপ থেকে সহজে নিবন্ধন করা যাবে ডট বিডি ও ডট বাংলা ডোমেইন।

আম্বার আইটির মহাব্যবস্থাপক (টেকনিক্যাল) এ কে এম শামসুজ্জামান বলেন, 'আমরা চাইছি আমাদের গ্রাহকেরা যেন একটি অ্যাপের মাধ্যমেই আম্বার আইটির সব ধরনের সেবা পান। গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় সেবাগুলোকে একই প্ল্যাটফর্মে আনার লক্ষ্যেই মাই আম্বার আইটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় বিভিন্ন সমস্যায় পড়লে গ্রাহকেরা এই অ্যাপ থেকে প্রয়োজনীয় ট্রাবলশুটিং সম্পর্কে জানতে পারবেন। একই সঙ্গে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ব্যবহারের মাধ্যমে অভিভাবকেরা সন্তানদের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ রাখতে পারবেন।'

আম্বার আইটি বলছে, গ্রাহকের সঙ্গে সেবাদাতার যোগাযোগ আরও সহজ করা এবং দৈনন্দিন ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কাজগুলোকে একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসাই মাই আম্বার আইটি অ্যাপের মূল লক্ষ্য। ফলে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে বিল পরিশোধ, অভিযোগ, প্যাকেজ পরিবর্তন, প্যারেন্টাল কন্ট্রোল, বিনোদন ও বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা—সবকিছুর জন্য আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের প্রয়োজন কমবে।

amberIT News Letter

September 2026 ● Vol 01 ● Issue 09 P-4.

ইন্টারনেট যখন জীবনের অদৃশ্য অবকাঠামো

সকালের অ্যালার্ম বন্ধ করার পর মোবাইলে খবর পড়া, অনলাইনে ক্লাসে অংশ নেওয়া, অফিসের কাজে যুক্ত হওয়া, ব্যাংকিং ও ডিজিটাল লেনদেন করা, অনলাইনে কেনাকাটা কিংবা পরিবারের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলা- দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের অসংখ্য কাজ এখন ইন্টারনেটনির্ভর। একসময় যা ছিল মূলত যোগাযোগের মাধ্যম, সময়ের সঙ্গে সেটিই হয়ে উঠেছে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা, বিনোদন ও দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো।

ইন্টারনেটের প্রভাব শুধু ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ নেই। দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানেও এর গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। ফ্রিল্যান্সিং ও দূরবর্তী কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ যুক্ত হচ্ছেন বৈশ্বিক কর্মবাজারের সঙ্গে। উদ্যোক্তারা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যবসার পরিধি বাড়াচ্ছেন। একই সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি সেবা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাতেও বাড়ছে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার। ফলে ইন্টারনেট এখন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জ্ঞান বিনিময় ও সামাজিক সংযোগের অন্যতম ভিত্তি।

প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরতাও বাড়ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ক্লাউডভিত্তিক সেবা, স্মার্টফোন, স্মার্ট টিভি, সিসিটিভি ও নানা ধরনের সংযুক্ত ডিভাইস আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। একটি পরিবারের একাধিক সদস্য একই সময়ে বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করছেন। তাই শুধু ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই এখন আর প্রয়োজন মেটে না; প্রয়োজন দ্রুত, স্থিতিশীল ও নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ।

এই বাস্তবতায় একটি নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বও বেড়েছে। শক্তিশালী নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, স্থিতিশীল সংযোগ, দ্রুত প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং গ্রাহককেন্দ্রিক সেবা- সব মিলিয়েই নিশ্চিত হয় একটি ভালো ইন্টারনেট অভিজ্ঞতা।

এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে আম্বার আইটি লিমিটেড আধুনিক নেটওয়ার্ক অবকাঠামো ও গ্রাহককেন্দ্রিক সেবার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দিতে কাজ করছে। ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান- বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রাহকদের ডিজিটাল কার্যক্রমকে আরও সহজ ও গতিশীল করাই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য।

ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে আরও প্রযুক্তিনির্ভর ও আরও সংযুক্ত। সেই ভবিষ্যতের পথে ইন্টারনেটের অবকাঠামো হয়তো আমাদের চোখে সরাসরি দৃশ্যমান নয়, কিন্তু জীবন ও কাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর উপস্থিতি স্পষ্ট। আমাদের সম্ভাবনা, উৎপাদনশীলতা ও দৈনন্দিন কার্যক্রমের সঙ্গে এর সম্পর্ক দিন দিন আরও গভীর হচ্ছে। ইন্টারনেট তাই এখন আর কেবল একটি সংযোগের নাম নয়; এটি আধুনিক জীবনের অদৃশ্য অবকাঠামো। এই অবকাঠামো যত শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য হবে, ততই সহজ হবে আমাদের ডিজিটাল জীবন এবং আরও সুদৃঢ় হবে প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের ভিত্তি। আপনার দৈনন্দিন ডিজিটাল জীবনকে আরও সহজ, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য করতে আজই যুক্ত হতে পারেন আম্বার আইটি লিমিটেডের সঙ্গে।

রে জি স্ট্রে শ ন : h t t p s : / / w w w . a m-berit.com.bd/home-internet-online

বিস্তারিত জানতে: ০৯৬১১-৯৩৩৯৩৩

হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৯৫৮০৩৬১৭২

● মোঃ রাসেল শেখ

আম্বার আইটির নতুন পপ

আম্বার আইটি লিমিটেড প্রতি মাসে দেশের বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়নে নতুন পয়েন্ট অব প্রেজেন্স (পপ) স্থাপন করছে। গ্রাহকদের দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে এই অবকাঠামো সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আগস্ট মাসে দেশের একাধিক জায়গায় নতুন পপ চালু করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাহকেরা উন্নত মানের ব্রডব্যান্ড সংযোগ ও স্থিতিশীল নেটওয়ার্ক সুবিধা পাচ্ছেন।

আগস্ট-২০২৬

উপজেলা: বোদা, পঞ্চগড়। কমলনগর, লক্ষ্মীপুর। নিয়ামতপুর, মান্দা ও সাপাহার, নওগাঁ। আমতলী, বরগুনা। চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর, পাবনা। মোহনপুর, রাজশাহী।

ইউনিয়ন: জাহানপুর, ধামইরহাট, নওগাঁ। পইল, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ। ফতেহপুর, যশোর সদর, যশোর। মাহমুদপুর, মেলান্দহ, জামালপুর। কেতকীবাড়ি, ডোমার, নিলফামারী। কাগইল, গাবতলী, বগুড়া। দুড়দুরিয়া, লালপুর, নাটোর। ধানুয়া, কামালপুর, বকশিগঞ্জ, জামালপুর।